শক্তিই হইবে, তাহা হইলে তাহার মায়াকৃত আবরণ সম্ভব হইতে পারে না ; এবং নিজেই যদি জ্ঞানশক্তি, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ জ্ঞানশক্তি দ্বারা তাহার মায়াকৃত অন্ধকার নাশ করাও সম্ভবে না। এই অভিপ্রায়েই বলিলেন—যেমন সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরে অবস্থিত রশ্মিপরমাণুসমূহ সূর্য্যরশ্মিরই অংশ। সেই কিরণ পরমাণুসমূহের পরম আশ্রয় সূর্য্যমণ্ডল। স্বতন্ত্ররূপে ঐ রশ্মিপরমাণুসমূহের কোনও সত্তা থাকিতে পারে না। অথচ ঐ রশ্মি-পরমাণুসমূহের স্বরূপে অণুতেজস্বরূপ হইয়াও অন্ধকারাদি দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। জীবসমূহও চিদানন্দ ভাস্বর শ্রীভগবানেরই অংশ এবং শ্রীভগবদাশ্রিত। সূর্য্য হইতে বাহিরে অবস্থিত রশ্মিপরমাণু যেমন ছায়া দ্বারা আবৃত হয়, তেমনই শ্রীভগবান্ হইতে বহির্মুখ জীবও মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। জীব যে শ্রীভগবানের অংশ, সে বিষয়ে হেতুগর্ভ বিশেষরূপে "অবহিরন্তর-সংবরণং" এই পদটি উল্লেখ করিয়া জানাইতেছেন—যাহার বাহিরে ভিতরে কোন আবরণ নাই বটে, কিন্তু সেই সেই উপাধি-দ্বারা সংবরণই আছেই। এইস্থানে উপাধি শব্দের অর্থ শক্তি ; যেহেতু "অখিলশক্তিধৃতঃ" শ্রীভগবানের বিশেষণরূপে এই পদটি উল্লেখ করিয়া জানাইলেন যে—শ্রীভগবান্ নিঃশক্তিক অথবা নির্দ্ধর্ম্মক নহেন। তাঁহার অনন্ত শক্তি আছে, সেই শক্তিসকল অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা ও তটস্থা ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে জীব তাঁহার তটস্থাশক্তির মধ্যে গণিত। এইপ্রকারে কবি পণ্ডিতগণ জীবের স্বরূপটি জানিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে আপনারই চরণ উপাসনা করিয়া থাকেন।

তাহারা যে বিশ্বাস করেন, তাহার প্রতি হেতুগর্ভ বিশেষণরূপে উল্লেখ করিতেছেন—"নিগমাবপনং" অর্থাৎ সকল বেদের বীজ উজ্জীবনের অর্থাৎ উদ্‌গমনের কিম্বা উর্দ্ধাগতিপ্রাপ্তির মুখ্য আশ্রয়ক্ষেত্র অর্থাৎ শাস্ত্রযোনি। অতএব, নিত্য একমাত্র তোমারই আশ্রয়জীবন হইয়াও অর্থাৎ তোমার আশ্রয় বিনা যে জীবের স্বতন্ত্ররূপে জীবত্ব রক্ষা পাইতে পারে না, সেইসকল জীবের তোমার বৈমুখ্যদোষ নিমিত্ত যে সংসারদুঃখ উপস্থিত হয়, সে সংসার-দুঃখও তোমার চরণ উপাসনা প্রভাবে স্বয়ংই পলায়ন করিয়া থাকে। শ্রুতি-গণ শ্রীভগবানের শ্রীচরণের বিশেষণরূপে "অভবন্"—এই পদটি উল্লেখ করিয়াছেন। যে চরণ আশ্রয় করিলে সংসারভয় থাকে না, এবম্ভূত তোমার শ্রীচরণ। অথবা ভজনীয় পদার্থ শ্রীভগবানের শ্রীচরণ যে নিত্য সাধক-গণের হিতার্থে ব্রহ্মের রূপকল্পনা নহে, তাহাই বুঝাইবার জন্য এবং ভক্তিরও অনশ্বরত্ব প্রতিপাদন করাইতেছেন, "অভবন্" অর্থাৎ জন্মরহিত তোমার